8

অধিবিদ্যার প্রকৃতি ও পরিধি
Nature and Scope of Metaphysics

অধিবিদ্যা বস্তু বা সত্তার অন্তর্নিহিত রূপকে জানার চেষ্টা করে। অধিবিদ্যাকে ইংরেজিতে বলে **Metaphysics**। **Meta** অর্থ পশ্চাতে বা অন্তরালে, আর **Physics** অর্থ পদার্থিক জগৎ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, অধিবিদ্যা অর্থ সেই বিদ্যা যা বস্তুর প্রতীয়মান রূপকে অতিক্রম করে তার স্বগত রূপকে জানার চেষ্টা করে। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে কোন অদৃশ্য সত্তা- আত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি প্রকৃতই আছে কি না? থাকলে তাদের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য কী? এসব গভীর প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা হয় অধিবিদ্যায়।

সমকালীন বিশ্লেষণী দার্শনিকদের অধিকাংশই অধিবিদ্যা বিরোধী। এক্ষেত্রে ভিটগেনস্টাইন-এর অভিমত উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, দর্শনের আসল কাজ চিন্তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। জগতের কোন গভীর তত্ত্ব বা নীতি পরিবেশন করা দর্শনের কাজ নয়। এককথায় তাঁর মতে, দর্শনে অধিবিদ্যার কোন স্থান নেই।

একথা ঠিক, অধিবিদ্যার ভাষা বিজ্ঞানের প্রায়োগিক **(empirical)** পদ্ধতির সাহায্যে যাচাই করা যায় না। তবে এ কারণে এগুলো অর্থহীন হয়ে যায় না। বস্তুত অভিজ্ঞতার জগতের বস্তু বা ঘটনা আর ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি পরাতাত্ত্বিক বিষয় একই পর্যায়ের নয়। উভয়ের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য যেহেতু ভিন্ন তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপায়ও ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। আমরা বর্তমান ইউনিটে অধিবিদ্যার প্রকৃতি ও তার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করবো।

এই ইউনিটে মোট দুইটি পাঠ রয়েছে

- অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা
  Metaphysics, Epistemology and Logic
- অধিবিদ্যার পরিধি ও সম্ভাব্যতা
  The Scope of Metaphysics and It's Possibility

পাঠ ১

অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা
Metaphysics, Epistemology and Logic

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- দর্শন আলোচনায় এই তিন জ্ঞান শাখার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- এই তিনটি জ্ঞান শাখার সাদৃশ্য ও পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা দর্শনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। অধিবিদ্যা অতীন্দ্রিয় বিষয়াবলী অর্থাৎ বিশ্ব জগতের মূল উপাদান বা সত্তা সম্পর্কীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞানের সম্ভাব্যতা, সীমা, শর্ত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। আর যুক্তিবিদ্যা চিন্তার নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনা করে। দর্শন চায় জগৎ ও জীবনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে জীবন-জগতের মর্মার্থ উদ্ধার করতে। আর এজন্যই অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা দর্শনের অবিচ্ছেদ্য শাখা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধিবিদ্যার সংজ্ঞা

যে বিদ্যা জগৎ ও জীবনের নিহিত তত্ত্ব বা সত্তার স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করে তাকে অধিবিদ্যা বলে। অধিবিদ্যার প্রধান কাজ হলো সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করা। সত্তার স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য অধিবিদ্যা জ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকৃতি ও জ্ঞানের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করে।

জ্ঞানবিদ্যার সংজ্ঞা

যে বিদ্যা জ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরূপ, সীমা, শর্ত ও বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে তাকে জ্ঞানবিদ্যা বলে।

যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা

যে বিদ্যা অনুমানমূলক জ্ঞানের শুদ্ধতা বা বৈধতার প্রকৃতি, পদ্ধতি ও প্রকার নিয়ে আলোচনা করে তাকে যুক্তিবিদ্যা বলে। এখন আমরা দর্শনের এই তিনটি শাখার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যা : কান্টের মত

বিশ্বজগৎ, জীবন ও পরম সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা অধিবিদ্যার কাজ। জ্ঞানবিদ্যার কাজ জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি, সম্ভাবনা, শর্ত ও সীমা নিয়ে আলোচনা করা। কিভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, জ্ঞান আদৌ সম্ভব কি না, আমাদের জ্ঞানের সীমা কতদূর, যথার্থ জ্ঞানের শর্ত কি কি? এসব প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে জ্ঞানবিদ্যা। অর্থাৎ জ্ঞানের সমালোচনাই হলো জ্ঞানবিদ্যা। অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বস্তত উভয় জ্ঞানশাখা পরস্পরের পরিপূরক। প্রাচীন দার্শনিকগণ অবশ্য অধিবিদ্যার আলোচনায় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনাকে অপরিহার্য মনে করতেন না। কিন্তু কান্ট জ্ঞানবিদ্যার আলোচনাকে প্রাধান্য দান করার পর তাঁর পরবর্তী দার্শনিকবৃন্দ অধিবিদ্যার আলোচনায় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার গুরুত্ব স্বীকার করেন। কান্টের মতে, আমাদের জ্ঞানের বস্তু হলো অবভাস (Appearance)। জ্ঞান অবভাসিক জগতকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। কাজেই তত্ত্ববিদ্যার কোন সার্থকতা নেই। কান্ট দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, দর্শন হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও সমালোচনা। কান্টের মতে, জ্ঞানবিদ্যা আলোচনা করে কতটুকু জানা যায়, আর তা জেনেই অধিবিদ্যায় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যা : হেগেলের মত

হেগেলের মতে, অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যা শেষ পর্যন্ত একই বিদ্যা হয়ে দাঁড়ায়। কান্টের পরবর্তী সমস্ত ভাববাদী দার্শনিকই জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যার সম্পর্ক বিষয়ে অনেকাংশে কান্টের মত শিরোধার্য করেছেন। অবশ্য তাঁরা কান্টের মত পরম সত্তা জানা যায় না, এমন কথা বলেননি। জার্মান দার্শনিক হেগেল জ্ঞানবিদ্যা আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, জ্ঞানই চরম সত্তা। সুতরাং হেগেলের মতে, অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় চরমতত্ত্ব জ্ঞানই বটে। আবার জ্ঞানবিদ্যাও জ্ঞান নিয়েই আলোচনা করে থাকে। সুতরাং হেগেল মনে করেন, শেষপর্যন্ত অধিবিদ্যা আর জ্ঞানবিদ্যা একই বিদ্যা হয়ে দাঁড়ায়।

অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যা : নব্য বাস্তববাদ

নব্য বাস্তববাদীরা জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যার সম্পর্ক বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণ করে, কিন্তু চরমতত্ত্ব যা জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় তার কোন পরিচয় দেয়ার ক্ষমতা জ্ঞানবিদ্যার নেই। তত্ত্ব জ্ঞাননির্ভর নয়, জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জগতের দিকে তাকালেই এ কথার সত্যতা বোঝা যায়। আমরা জগতকে আমাদের চোখের সামনে জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। সুতরাং জগতে নিহিত তত্ত্ব জ্ঞাননির্ভর হবে কী করে? সুতরাং নব্য বাস্তববাদীদের মতে, জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর নিরপেক্ষ দুটি বিদ্যা। জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণ করে, আর অধিবিদ্যা জ্ঞানাতিরিক্ত তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ভাবন করে। এদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়

অধিবিদ্যা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাদের মধ্যে জ্ঞান অন্যতম, কিন্তু একমাত্র বিষয় নয়। চরম তত্ত্বকে আমরা শুধু জ্ঞানগম্য বলে মনে করি না, তা আমাদের বাসনা চরিতার্থ করে এবং অনুভূতি তৃপ্ত করে বলেও মনে করি। সুতরাং তত্ত্ব সম্পর্কীয় আলোচনা কেবলমাত্র জ্ঞানের তাৎপর্য নির্ণয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তা আমাদের আচার, আচরণ ও সৌন্দর্যানুভূতিরও তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে। সত্য, শিব ও সুন্দর- এই তিনই অধিবিদ্যার আলোচ্য। কেবলমাত্র সত্য অধিবিদ্যার আলোচনার বিষয় নয়। সুতরাং জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যা এক হতে পারে না।

জ্ঞানালোচনার জন্য তত্ত্বালোচনা প্রয়োজন

কারো কারো মতে, যে মানসিক বৃত্তির সাহায্যে জ্ঞান হয় তা জ্ঞানের বিষয় থেকে স্বতন্ত্রভাবেই আলোচনা করা যায়, তাও ঠিক নয়। কারণ যে বৃত্তির সাহায্যে জ্ঞান হয় তার প্রকৃতি, শক্তি ও সীমা কেবলমাত্র কি কি জানা যায়, সে আলোচনার ভিত্তিতেই নির্ণয় করা সম্ভব। অর্থাৎ তত্ত্বালোচনার ভিত্তিতেই জ্ঞানের তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। অস্ত্রের প্রকৃতি যেমন তার ব্যবহারের মাধ্যমে জানা যায়, তেমনি জ্ঞানের প্রকৃতি জ্ঞানের প্রয়োগ বা জ্ঞানের বিষয়ের মাধ্যমেই জানা যায়। সুতরাং জ্ঞানালোচনা বা জ্ঞানবিদ্যার জন্য তত্ত্বালোচনা বা অধিবিদ্যা প্রয়োজন।

যুক্তিবিদ্যা সঠিক চিন্তার সর্বজনগ্রাহ্য শর্ত নিরূপণ করে

অধিবিদ্যা পরম সত্তার যথাযথ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। অন্যদিকে যথার্থ চিন্তা পদ্ধতি যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু। যুক্তিবিদ্যা বস্তু বা পরম সত্তার যথাযথ স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করে না, আমাদের চিন্তা যাতে যথার্থ হয়, সে সম্পর্কে কতগুলি সর্বজনগ্রাহ্য শর্ত নিরূপণ করে। কাজেই অধিবিদ্যা বা যুক্তিবিদ্যার নিজ নিজ আলোচ্য বিষয় আছে এবং আলোচ্য বিষয়ের নির্দিষ্ট পরিসর আছে। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, অধিবিদ্যার আলোচনা যুক্তিবিদ্যার সমস্যার উপর কোন আলোকপাত করে না। যুক্তিবিদ্যার আলোচনাও অধিবিদ্যার সমস্যা সমাধানে কোন সহায়তা করে না।

যুক্তিবিদ্যা অধিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল

চিন্তার সাধারণ প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই যে বিষয় সম্পর্কে চিন্তন প্রয়োজন তা আলোচনা না করে চিন্তার স্বরূপকে বোঝা যায় না। কাজেই যুক্তিবিদ্যা যেহেতু বস্তু সম্পর্কীয় চিন্তা নিয়েই আলোচনা করে, সেহেতু বস্তুর সাধারণ প্রকৃতি সম্পর্কীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া আর একভাবে যুক্তিবিদ্যা অধিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় যুক্তিবিদ্যা চিন্তার কয়েকটি মূল সূত্রকে বিনা প্রমাণে গ্রহণ করে, যেমন তাদাত্ম্য নিয়ম (The Law of Identity), বিরোধবাধক নিয়ম (The Law of Contradiction), নির্মধ্যম নিয়ম (The Law of Excluded Middle), পর্যাপ্ত হেতু নিয়ম (The Law of Sufficient Reason) ইত্যাদি। অধিবিদ্যা এগুলির সত্যতা যাচাই করে দেখে। সুতরাং যুক্তিবিদ্যাকে অধিবিদ্যার উপর নির্ভর করতে হয়।

অধিবিদ্যা যুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল

অধিবিদ্যাকে বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তির সাহায্যে তার আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা করতে হয়। কি কি নিয়ম অনুসরণ করলে চিন্তা ও যুক্তি যথার্থ হয়, যুক্তিবিদ্যা তা আলোচনা করে। সুতরাং অধিবিদ্যাকে যুক্তিবিদ্যার যথার্থ চিন্তন পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। অধিবিদ্যায় আমরা যে সব তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তে উপনীত হই, সেগুলির যথার্থতা বিচার করতে হলে যুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভর করতে হয়। এককথায়, দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ও তার সিদ্ধান্তগুলি সমর্থনের জন্য অধিবিদ্যা যুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল।

জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার পার্থক্য

জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। প্রথমে এদের পার্থক্য আলোচনা করা যাক। জ্ঞানবিদ্যার পরিসর যুক্তিবিদ্যার পরিসরের তুলনায় অনেক ব্যাপক। জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরূপ, সম্ভাবনা, সীমা ও বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে। যুক্তিবিদ্যা যথার্থ জ্ঞান বা চিন্তার নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা করে। জ্ঞানবিদ্যা বর্ণনামূলক বিজ্ঞান, অন্যদিকে যুক্তিবিদ্যা আদর্শমূলক বিজ্ঞান। জ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে ঘটে তার যথাযথ বর্ণনা দেয়াই জ্ঞানবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু জ্ঞান কিভাবে যথার্থ হতে পারে তার শর্ত নির্ধারণ করাই যুক্তিবিদ্যার উদ্দেশ্য। জ্ঞানবিদ্যা তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, আর যুক্তিবিদ্যা ব্যবহারিক বিজ্ঞান। জ্ঞানবিদ্যা শুধু বিজ্ঞান, আর যুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞান ও কলা উভয়ই। যুক্তিবিদ্যা বৈধ জ্ঞানের সম্ভাব্যতা স্বীকার করে নেয়। বৈধ বা যথার্থ জ্ঞান আদৌ সম্ভব কিনা? এটি জ্ঞানবিদ্যার মৌলিক প্রশ্ন। জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা যুক্তিবিদ্যার আগে আসে। জ্ঞান যথার্থ, কি অযথার্থ -এই প্রশ্নের আগে জ্ঞান সম্ভব কিনা, জ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে ঘটে, কোন্ কোন্ শর্তের উপর জ্ঞানের উৎপত্তি নির্ভর করে? এসব আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা পরস্পর নির্ভরশীল

জ্ঞানবিদ্যার সাথে যুক্তিবিদ্যার নানা বিষয়ে অমিল থাকলেও তাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বস্তুত একটি আরেকটির পরিপূরক। জ্ঞান কিভাবে যথার্থ হয় তা আলোচনা করার পূর্বে যথার্থ জ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে হয়, কি কি তার শর্ত তা জানা দরকার। সুতরাং জ্ঞানবিদ্যা যুক্তিবিদ্যার পরিপূরক। আবার জ্ঞানের উৎপত্তির পরে সেই জ্ঞান যথার্থ হয়েছে কিনা তার শর্ত নির্ণয় করে যুক্তিবিদ্যা। সুতরাং বলা যায় যুক্তিবিদ্যা জ্ঞানবিদ্যার পরিপূরক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দার্শনিক আলোচনায় অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২। জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার সম্পর্ক তুলে ধরুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। জ্ঞানের সম্ভাব্যতা, সীমা, শর্ত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে

(অ) অধিবিদ্যা (আ) জ্ঞানবিদ্যা

(ই) যুক্তিবিদ্যা (ঈ) সমাজবিদ্যা

২। অধিবিদ্যা আলোচনা করে

(অ) অতীন্দ্রিয় বিষয়াবলী নিয়ে (আ) জাগতিক বিষয়াবলী নিয়ে

(ই) পারিবারিক বিষয়াবলী নিয়ে (ঈ) রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী নিয়ে

৩। নব্য বাস্তববাদীদের মতে জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যা

(অ) পরস্পর নির্ভরশীল (আ) পরস্পর বিরোধী

(ই) পরস্পর নিরপেক্ষ (ঈ) পরস্পর অভিন্ন।

৪। অনুমানলব্ধ জ্ঞানের শুদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করে

(অ) অধিবিদ্যা (আ) জ্ঞানবিদ্যা

(ই) যুক্তিবিদ্যা (ঈ) মনোবিদ্যা

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। অধিবিদ্যা পরম সত্তার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে।

২। জ্ঞানবিদ্যার কাজ হলো অধিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে মধ্যস্থতা করা

৩। যুক্তিবিদ্যার আলোচনা অধিবিদ্যার সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে।

৪। কান্টের মতে, জ্ঞানের বস্তু হলো অবভাস।

সঠিক উত্তর

১। (আ) জ্ঞানবিদ্যা ২। (অ) অতীন্দ্রিয় বিষয়াবলী নিয়ে

৩। (ই) পরস্পর নিরপেক্ষ ৪। (ই) যুক্তিবিদ্যা

১। স ২। মি ৩। স ৪। স

পাঠ ২

অধিবিদ্যার পরিধি ও সম্ভাব্যতা
The Scope of Metaphysics and It's Possibility

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- অধিবিদ্যার পরিধি বর্ণনা করতে পারবেন।
- অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি এবং তা খন্ডনের যুক্তিগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

দর্শন আলোচনায় অধিবিদ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে অবস্থান করছে। দেশ, কাল, কার্যকারণ তত্ত্ব, জড়, প্রাণ, ও পরম সত্তার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে অধিবিদ্যা। এই বিশ্ব প্রকৃতির পেছনে কোন চিরন্তন আদি সত্তা আছে কিনা, থাকলে সেই সত্তার সংখ্যা কত, প্রকৃতি কী এ সকল প্রশ্ন হলো অধিবিদ্যার মূল প্রশ্ন।

অধিবিদ্যার পরিধি

দর্শনের যে শাখা জগৎ ও জীবনের নিহিত তত্ত্ব অর্থাৎ দেশ, কাল, কার্যকারণ তত্ত্ব, জড়, প্রাণ, মন এবং পরম সত্তার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে তাকে অধিবিদ্যা বলে। অধিবিদ্যার প্রধান কাজ হলো তত্ত্ব নির্ণয় করা। যে কোন জিনিসেরই দুটি দিক থাকে। একটি তার প্রকাশের দিক, আর একটি হচ্ছে স্বরূপের দিক। আকাশে যখন উড়োজাহাজ চলে তখন যতই উপরে ওঠে ততই তা ছোট বলে মনে হয়। আবার যখন উড়োজাহাজ মাটিতে নামে তখন তা বেশ বড় আকারেই দেখা যায়। এখানে আকাশে উড়োজাহাজের যে আকার তা তার প্রকাশাকার। অধিবিদ্যা বস্তুর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে, প্রকাশাকার নিয়ে নয়। বস্তুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাই অধিবিদ্যার লক্ষ্য।

অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়কে আমরা তিন অংশে ভাগ করতে পারি :

(১) প্রকৃতি সম্পর্কীয় অধিবিদ্যা (Cosmology) : অধিবিদ্যার এ শাখায় জড়বস্তু, দেশ-কাল, কার্যকারণ তত্ত্ব, দ্রব্য, জীবন, সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়।

(২) মন সম্পর্কীয় অধিবিদ্যা (Philosophy of Mind) : অধিবিদ্যার এ শাখায় আত্মা বা মনের স্বরূপ, উৎপত্তি, দেহ-মনের সম্পর্কবিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

(৩) পরম সত্তাসম্পর্কীয় অধিবিদ্যা (Ontology) : অধিবিদ্যার এ শাখায় পরম সত্তার স্বরূপ, গুণাবলী, তার অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, পরম সত্তার সংখ্যা সম্পর্কীয় মতবাদ প্রভৃতি আলোচনা করা হয়।

অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা

অধিবিদ্যা বস্তুর স্বরূপ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করে। তাই কারো কারো মতে অধিবিদ্যা সম্ভব নয়। তাঁরা অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় ও পাঠের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছেন। এই আপত্তিসমূহ এবং তার জবাব নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। অধিবিদ্যা সম্ভব নয়, কারণ অধিবিদ্যার সমস্যাবলীর সমাধান অসম্ভব। বোধগম্য প্রশ্নেরই বোধগম্য উত্তর হতে পারে, অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর অসম্ভবই হয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে বন্ধ্যাপুত্র পরীক্ষায় পাস করেছে কি? তার উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। কারণ বন্ধ্যাপুত্রই সম্ভব নয়, সুতরাং তার পাস করার প্রশ্নই ওঠে না। অনেকে মনে করেন, বস্তু প্রকাশের অতিরিক্ত বস্তু স্বরূপ বলে কিছু নেই; সুতরাং অধিবিদ্যার আলোচ্য বস্তু স্বরূপ অসম্ভব হওয়ায় অধিবিদ্যাই অসম্ভব। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানীরা বস্তু স্বরূপ ও বস্তু প্রকাশের মধ্যে যে পার্থক্য করেন তা মিথ্যা হবে। ফলে শুধু অধিবিদ্যা নয়, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানই অসম্ভব হয়ে যাবে। তাই হয় আমাদের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান অস্বীকার করতে হবে, না হয় অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা স্বীকার করতে হবে।

(২) কারো কারো অভিযোগ হলো, যত রকমের বোধগম্য প্রশ্ন এবং সম্ভবপর সমস্যা আছে সবই কোন না কোন বিজ্ঞান আলোচনা করে, সুতরাং বিজ্ঞান আলোচনা করে না এমন কোন প্রশ্ন বা সমস্যা নেই যা অধিবিদ্যার আলোচ্য হতে পারে। এরূপ যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট, কারণ যে উপাত্তের সাহায্যে সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা হয়েছে সে উপাত্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই প্রমাণিত হতে পারে। বিজ্ঞানী ও অধিবিদ্যার সমর্থকদের মতভেদের কারণ এই যে, বিজ্ঞানীর মতে সমস্ত বোধগম্য সমস্যাই বিজ্ঞানের আলোচ্য। অধিবিদ্যার সমর্থকদের মতে, বিজ্ঞানে আলোচিত হয় না এমন সমস্যাও আছে এবং তা অধিবিদ্যায় আলোচিত হয়। সুতরাং প্রমাণ ছাড়া কোন মতই অন্য মতের চেয়ে অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অধিবিদ্যার সমর্থকদের মতবাদ অপ্রমাণ করতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাঁদের মতবাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারব না।

(৩) অনেকের মতে, অধিবিদ্যার সমস্যাবলীর বোধগম্যতা স্বীকার করলেও এর সমাধানের ক্ষমতা আমাদের নেই। তাঁদের মতে, মানুষের ক্ষমতা এমনই সীমাবদ্ধ যে তাদের পক্ষে বস্তু স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। আমাদের সমস্ত জ্ঞান বস্তু প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যারা বলেন, আমাদের জ্ঞান বস্তু প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাঁরা অন্ততঃ একটি বাক্যকে চরম সত্য-প্রকাশক বলে মনে করেন এবং সে বাক্যটি হলো : 'আমি জানি যে, আমি যা কিছু জানি তা বস্তু প্রকাশমাত্র'। এই বাক্যের যথার্থতা অধিবিদ্যার আলোচনার মাধ্যমেই নির্ণয় করা সম্ভব। সুতরাং অধিবিদ্যার বিরোধিরা যে যুক্তির সাহায্যে অধিবিদ্যার সম্ভাবনা অস্বীকার করেন, সে যুক্তিই অধিবিদ্যার আলোচনার প্রয়োজন প্রমাণ করে।

আধুনিক কালের যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা বাক্যের অর্থ প্রসঙ্গে 'অর্থ প্রমাণবিষয়ক মতবাদ' (Verification Theory of Meaning) এ বিশ্বাসী এবং এই মতবাদের ভিত্তিতে তাঁরা অধিবিদ্যার সমস্ত বাক্য অর্থহীন বলে মনে করেন। অধিবিদ্যা সম্পর্কে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অভিমত যুক্তিযুক্ত নয়। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব আছে এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ, তাঁদের এ উভয় সিদ্ধান্তই ভ্রান্ত। জড় বিজ্ঞানের পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয়, এগুলি অতীন্দ্রিয় বিষয়, অথচ এগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। সুতরাং অধিবিদ্যার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।

(৪) কারো কারো মতে, অধিবিদ্যা নিষ্প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন বিজ্ঞান যা কিছু জ্ঞাতব্য তা সবই জানিয়ে দেয়। তাঁদের এ কথার জবাবে বলা যায় : (ক) আত্যন্তিক সত্তা বা তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনা কোন বিজ্ঞানই করে না। অথচ এ বিষয় যে জ্ঞাতব্য নয় তা বলা যায় না। (খ) অনেক সময় দেখা যায়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষার সঙ্গে নীতিবিদ্যার ও ধর্মশিক্ষার বিরোধিতা বর্তমান। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এ বিরোধিতা কি স্বরূপগত না প্রকাশগত বা বাহ্য? অধিবিদ্যা আলোচনা না করে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়।

(৫) অধিবিদ্যার কোন প্রগতি নেই। এই অভিযোগের উত্তর দর্শনের ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে অতি সহজে দেয়া যায়। অধিবিদ্যার সমস্যাবলী অতি প্রাচীন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্ বিজ্ঞানের সমস্যাই বা প্রাচীন নয়? অধিবিদ্যার সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও সমাধান দানের দৃষ্টিভঙ্গি যুগে যুগে ও দেশে দেশে নতুন রূপ গ্রহণ করে। অধিবিদ্যার অনেক মত বিজ্ঞানকে প্রভাবান্বিত করেছে। আবার বিজ্ঞানেরও অনেক মত অধিবিদ্যাকে প্রভাবিত করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দার্শনিক ডেকার্টের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, ক্যালকুলাসের আবিষ্কার দার্শনিক লিবনিজের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অধিবিদ্যা বিশারদগণ চরম সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে মত প্রচার করতে গিয়ে তৎকালে প্রচলিত কোন বৈজ্ঞানিক মতকেই উপেক্ষা করতে পারেননি। সেজন্য দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার এবং নতুন মতবাদের ফলে অধিবিদ্যার প্রাচীন সমস্যাবলীর নতুন রূপে প্রকাশ করা এবং বিচার করার প্রয়োজন হয়। এভাবেই অধিবিদ্যার অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়।

সারাংশ

অধিবিদ্যা মূলত বস্তুর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে। অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বা পরিধিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি : (১) প্রকৃতি সম্পর্কীয় অধিবিদ্যা (২) মন সম্পর্কীয় অধিবিদ্যা ও (৩) পরম সত্তা সম্পর্কীয় অধিবিদ্যা।

অধিবিদ্যার সম্ভাবনা নিয়ে সমালোচকগণ নানা রকমের আপত্তি উত্থাপন করেছেন : (১) অধিবিদ্যা সম্ভব নয়, কারণ অধিবিদ্যার সমস্যাবলীর সমাধান অসম্ভব। (২) যত রকমের বোধগম্য প্রশ্ন এবং সম্ভবপর সমস্যা আছে সবই কোন না কোন বিজ্ঞান আলোচনা করে, সুতরাং বিজ্ঞান আলোচনা করে না এমন কোন প্রশ্ন বা সমস্যা নেই যা অধিবিদ্যার আলোচ্য হতে পারে। (৩) অধিবিদ্যার সমস্যাবলীর সমাধানের ক্ষমতা আমাদের নেই। কারণ আমাদের সমস্ত জ্ঞান বস্তু প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। (৪) অধিবিদ্যা নিষ্প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন বিজ্ঞান

ও ভূয়োদর্শন যা কিছু জ্ঞাতব্য তা সবই জানিয়ে দেয়। (৫) অধিবিদ্যার কোন প্রগতি নেই। কিন্তু সঠিকভাবে বিচার করলে এসব অভিযোগ অসার বলে প্রমাণিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা নিয়ে যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সংক্ষেপে অধিবিদ্যার পরিধি বর্ণনা করুন।

২। অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি কি কি?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়

(অ) বস্তু প্রকাশ (আ) বস্তু স্বরূপ

(ই) জ্ঞানের স্বরূপ (ঈ) জ্ঞানের সীমা

২। অধিবিদ্যার পরিধিকে আমরা ভাগ করতে পারি–

(অ) দু'ভাগে (আ) তিন ভাগে

(ই) চার ভাগে (ঈ) পাঁচ ভাগে

৩। প্রত্যেক জিনিসেরই রূপ বা দিক থাকে

(অ) একটি (আ) দু'টি

(ই) তিনটি (ঈ) পাঁচটি

৪। অধিবিদ্যার সমস্ত বাক্য অর্থহীন -একথা বলেন

(অ) বুদ্ধিবাদীরা (আ) অভিজ্ঞতাবাদীরা

(ই) স্বজ্ঞাবাদীরা (ঈ) যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। অধিবিদ্যা দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২। অধিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জ্ঞানবিদ্যা।

৩। অধিবিদ্যাকে অস্বীকার করলে সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান অস্বীকার করতে হয়।

৪। অধিবিদ্যা নিষ্প্রয়োজন।

সঠিক উত্তর

১। (অ) বস্তু প্রকাশ ২। (আ) তিন ভাগে

৩। (আ) দু'টি ৪। (ঈ) যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা

১। স ২। মি ৩। স ৪। মি